গিয়াসউদ্দিন বলবন

3rd Sem.

CC-5 [C5T]

মিলন কুমার মাল

ইতিহাস বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

ভূমিকা :-

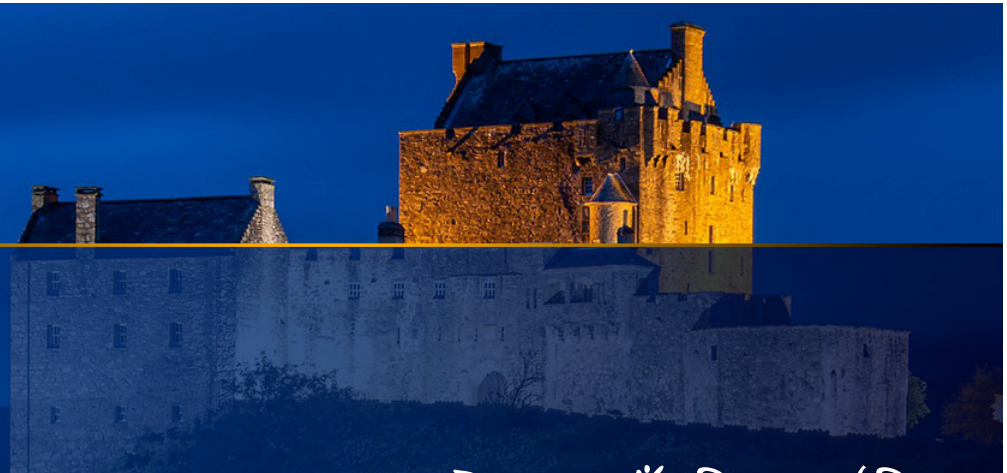

ইলতুৎমিসের পৌত্র নাসিরুদ্দিন মামুদের শ্বশুর উলুখ খাঁ গিয়াসউদ্দিন বলবন নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। ডঃ এ. এল. শ্রীবাস্তবের মতে, "তথাকথিত দাস বংশীয় সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিসের পরেই তাঁর স্থান"।

সিংহাসনে বসার পর (১২৬৬) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনকে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। যথা –

১. **অভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা** -

সিংহাসনে বসে প্রথমেই বলবনকে অভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা ও বিভিন্ন বিদ্রোহের মুখোমুখি হতে হয়। তাঁর পূর্বেকার দুর্বল শাসকদের অযোগ্যতার সুযোগে শাসনকার্যে চরম বিশৃঙ্খলা এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

২. **মেওয়াটী দস্যুদের উপদ্রব** –

দিল্লী নগরী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মেওয়াটী দস্যুদের উপদ্রবে প্রজাদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। পাশাপাশি ফারুকাবাদ জেলার কাম্পিল ও পাতিয়ালির লুটেরারা ব্যবসা বানিজ্যে নিয়োজিত ক্যারাভান (ভ্রাম্যমান দলবদ্ধ ব্যবসায়ী) দের ওপর লুটপাট চালাতে থাকে।

৩. **চল্লিশ চক্র** –

ইলতুৎমিসের আমলে গঠিত 'চল্লিশ চক্র' (বন্দেগান-ই-চহেলগান) ছিল সুলতানের ক্ষমতার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী; তথা রাষ্ট্রশক্তির মুল নিয়ন্ত্রক। বলবন নিজে একজন চল্লিশ চক্রের সদস্য হয়ে অনুভব করেছিলেন যে চল্লিশ চক্র হল সুলতানের রাজত্বকালের স্থায়িত্বের প্রধান বাধা।

সমাধান :-

১. <u>রক্ত ও লৌহনীতি</u> –

অভ্যন্তরিন বিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য বলবন কঠোর ভাবে 'রক্ত ও লৌহনীতির' প্রয়োগ ঘটান। বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য তিনি অপরাধীদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি দিতেন।

২. <u>দস্যু দমন</u> –

বলবন দিল্লীর পার্শ্ববর্তী সকল বন জঙ্গল কেটে দস্যুদের লুকিয়ে থাকার পথ বন্ধ করেন। সাধারন নাগরিক থেকে শুরু করে বনিক মহাজন পর্যন্ত সকলের নিরাপত্তার জন্য তিনি একাধিক সৈন্য ও পুলিশ শিবির স্থাপন করেন।

সমাধান :-

৩. **চল্লিশ চক্রের উচ্ছেদ** –

বলবন নিজে একজন 'চল্লিশ চক্রের' সদস্য হয়ে অনুভব করেছিলেন যে চল্লিশ চক্রের উচ্ছেদ না ঘটাতে পারলে তার রাজত্বকালের স্থায়িত্ব বিনষ্ট হবে। তাই তিনি চল্লিশ চক্রের সদস্যদের বিষ প্রয়োগ করে গুপ্ত হত্যার দ্বারা নিশ্চিহ্ন করেন।

৪. **বিদ্রোহ দমন** –

সুলতান বলবন দোয়াবের হিন্দু প্রজাদের দৌরাত্ম ও কাটেহারের বিদ্রোহ নিষ্ঠুর ভাবে দমন করে স্থানীয় জমিদারদের হাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেন। বাংলার শাসন কর্তা তুরঘিল খাঁ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে স্বয়ং তাকে পরাজিত ও হত্যা করে নিজপুত্র বুঘরা খাঁ কে বাংলার শাসন কর্তা নিযুক্ত করে দিল্লীতে ফিরে যান।

রাজকীয় আদর্শ :-

বলবন মনে করতেন যে চরম স্বৈরতন্ত্র প্রয়োগ করেই প্রজাদের আনুগত্য লাভ বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান সম্ভব। তাই তিনি স্বৈরতান্ত্রিক রাজাদর্শের সূচনা করেন। তিনি নিজেকে 'খোদার নায়েব'(নিরাবৎ-ই-খুদাই) এবং 'ঈশ্বরের ছায়া' বলে প্রচার করেন। পাশাপাশি নিজেকে আফ্রোসিয়ারের বংশধর দাবি করে পারসিক নীতি অনুকরনে 'পাইবস' (সম্রাটের পদযুগল চুম্বন করা) ও 'সিজদা' (সিংহাসনে সামনে নতজানু হওয়া) রীতি চালু করেন।

মূল্যায়ন :-

দিল্লীর সুলতানি শাসকদের মধ্যে বলবনই প্রথম একক কৃতিত্বে সুলতানি শাসনের ভিতকে সুদৃঢ় করেন। একদিকে তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কার করেন। অপরদিকে বহিঃশত্রুর আক্রমন থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। তাই ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ বলেছেন, "একজন মহান যোদ্ধা, শাসক ও রাষ্ট্রবিদ বলবন এক সংকটময় মুহূর্তে শিশু সুলতানি রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন"।

ধন্যবাদ